Q.2 কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে রোহিনী কীভাবে কৃষ্ণকান্তের সংসার নষ্ট করেছিল বা সংসারে প্রবেশ করেছিল তা আলোচনা কর।

OR

রোহিনীর শেষ পরিনতির জন্য সমাজ দায়ী না সে নিজেই দায়ী তা আলোচনা কর।

⇒ কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের আখ্যান যে যে চরিত্র গুলিকে নিয়ে আবর্তিত তার মধ্যে অন্যতম রোহিনীর চরিত্র। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যে তিনটি চরিত্র মুখ্য আলোচিত হয়েছে সেগুলি হল- রোহিনী, অচলা এবং বিমলা + এদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আচরণ অত্যন্ত জটিল। সুতরাং মনস্তত্ত্বের নীরিখেই চরিত্র গুলিকে আলোচনা করা যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রোহিনী চরিত্রটিকে নিয়েই সবচাইতে বেশি আলোচিত হয়েছে।

□ রোহিনী বাল-বিধবা এবং রূপসী। তাকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা রোহিনী ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং অন্য সকল নারী থেকে স্বতন্ত্র। হরলালের থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গোবিন্দলালের সহানুভূতির স্পর্শে তার মানসিক সত্তার জাগরণ হয় ও গোবিন্দলাল প্রতি আকর্ষন নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে বারুনী পুষ্করীনিতে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং গোবিন্দলালের স্পর্শে পুনঃজীবন লাভ হয়। ইত্যাদি ঘটনাবলীর আনুকূল্যে গোবিন্দলালকে লাভ ও স্বল্প কালীন ভোগ জীবনের পরে চরম-প্রাপ্তি এই সবই পাঠকের মনে প্রশ্ন এবং কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে।

Scanned by CamScanner

□ "রোহিনী-কে মারিলেন কেন?" - এমন প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ থেকে অনেককে শুনতে হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনা ক্রমে রোহিনী-কে বলতে দেখি গোবিন্দলাল কে অনুরোধ করতে -

"মারিও না মারিও না আমার নবীন বয়স নূতন সুখ" এমন পরিস্থিতিতে গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থার অস্থিরতায় রোহিনী-কে দন্ড-বিধান দেওয়া। গোবিন্দলালের মনে হয়েছে যে, সামাজিক বিধান অনুযায়ী কাজ করেছে। কিন্তু সামাজিক নীতি এবং সৌন্দর্যের নীতি কখনো এক হতে পারে না। সামাজিক নীতির নিয়মে বিধবা রোহিনী এবং গোবিন্দলালের একত্রে বসবাস দন্ডযোগ্য। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে সামাজিক নীতি অবান্তর হয়ে যায়।

□ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোহিনীর অপঘাত মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি সামাজিক নীতি রক্ষার জন্য সংঘটিত হয়েছে। রোহিনীর সত্যকার ভালোবাসা গোবিন্দলালের জন্যই ছিল। কিন্তু এই প্রেমের মূল্য না দিয়ে ঔপন্যাসিক সামাজিক কল্যানের জন্য রোহিনী-কে হত্যা করলেন। সমাজ বিন্যাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত আর যাই হোক না কেন তা শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর মতে - "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, সৌন্দর্য সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

□ এখন দেখার বিষয় হল যে সত্যি-ই কি রোহিনীর প্রেম গোবিন্দলালের প্রতি হয়েছিল।-

প্রথমত: হরলাল তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখায় তাতে রোহিনীর নিঃসঙ্গ মনের সুপ্ত কামনা জাগ্রত হয়। এবং সে কারনেই উইল চুরির মত দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হয়েছিল। প্রেমের জন্য এজাতীয় কাজ অন্য কারোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হরলালের থেকে আঘাত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য তাকে ঘিরে ধরে।

দ্বিতীয়ত: এমন সংকটকালীন পরিস্থিতি রোহিনী গোবিন্দলালের সহানুভূতি পায়। রোহিনীর সমস্ত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা জেগে ওঠে গোবিন্দলালের জন্য। কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিনীর মনের অবস্থার কথা জেনে রোহিনীকে এড়িয়ে চলতে থাকে। এতে রোহিনীর জীবনের দুঃসহ হয়ে ওঠে সে মৃত্যু কামনা করতে থাকে। এরপর-ই দেখি উইল ফেরত দেওয়া, ধরা পড়া, দন্ড পড়া এবং সর্বোপরি আত্মহত্যার ঘটনা। সর্বোত্র-ই গোবিন্দলালের সহযোগিতা পেয়েছে। সে কারনেই বলে উঠেছে—

"রাত্রিদিন দারুন তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে, সম্মুখে শীতল জল কিন্তু ইহ জন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না আশাও নাই।"

☐ রোহিনীর জীবন ক্ষনিকের জন্য প্রেমের আস্বাদন পেয়েছিল। গোবিন্দলাল ও রোহিনী উভয়ের মঙ্গলের জন্য গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

Scanned by CamScanner

কিন্তু রোহিনী বলেছিল- 'হরিদ্রা গ্রাম আমার স্বর্গ।'- কারণ এখানে গোবিন্দলালের মন নেই। — "আমি বিধবা, আমার ধর্ম গেল- সুখ গেল- প্রাণ গেল, রহিল কি প্রভু?"

□ গোবিন্দলালের সহানুভূতির পথ ধরে রোহিনীর হৃদয়ে বাসনানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। ঘটনাবলীর অনুকূল সহযোগিতায় রোহিনী গোবিন্দলাল-কে লাভ করেছিল কিন্তু গোবিন্দলালকে পেয়ে রোহিনীর মনে হয়েছিল যে গোবিন্দলাল-কে জয় করতে পারেনি। তার অন্তর এমনময়- যে নিতান্তই বাহিরের। রোহিনী শুধুই ভোগের সামগ্রী হয়েছে কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরে তার প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং নিশাকর-কে তার মনে হয়েছিল— "মনুষ্য মধ্যে নিশাকর মনুষ্যত্বে প্রধান।"- আর এর পরিনাম হল- মৃত্যু।

□ উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে রোহিনীর প্রতি সঠিক বিচার ঔপন্যাসিক করেননি। যদি শাস্তি পেতেই হত তাহলে গোবিন্দলাল নয় কেন? শুধু একা রোহিনীকে মরতে হল কেন?

।

Scanned by CamScanner

1-10-18

# কৃষ্ণকান্তের উইল
## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র.১. কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

OR

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে 'উইল'-ই এই আখ্যানের নিয়ন্তা- আলোচনা কর।

⇒ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস গুলির মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) অন্যতম। সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি মানদন্ড-কে মাথায় রেখে বলা হয়। -

ক) বিষয়ভিত্তিক
খ) চরিত্র ভিত্তিক
গ) ব্যঞ্জনা ভিত্তিক।

সেক্সপিয়ার কথিত যে নামকরনের অভিমত তা বোধহয় সাহিত্যের নামকরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

□ বিষয় অনুসারী উপন্যাস যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৌকাডুবি, চরিত্র ভিত্তিক উপন্যাস- বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' এবং ব্যঞ্জনা ভিত্তিক উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি'। বর্তমান এই নিবন্ধটিতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'- এর নামকরনের সার্থকতা নিয়ে বিচার করব। -

ড: সুকুমার সেন বলেছেন- "গ্রন্থের নামের মধ্যে কাহিনীর যে বীজ উইল চুরি তাহারি প্রাধান্য স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকটিকের নাম তুলনীয়।"- বঙ্কিমের নামে গ্রন্থের নামকরন হলে তা সঙ্গত হত কি না তাই বিচার্য। উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলাল। রূপ পিপাসার কারণে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে পরে আত্মানুসন্ধানে নায়ক দগ্ধ কামনা মলিন জীবনযাত্রা ও বিষম পরিনতি এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। সেকারনে গোবিন্দলালের নামে নামকরন হতেই পারত।

Md. Ala

আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে ভ্রমরের নামে এই উপন্যাসের নামকরণ করলে অসঙ্গত হত না। কারণ ভ্রমরের জীবন-কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে আছে নিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা। এই প্রেমে -

" bear it out evn to the edge of doom."

তবুও উপন্যাসের নামকরণ চরিত্র কেন্দ্রিক করলে কোথায় যেন খামতি থেকে যায়। কারণ কোনো একটি চরিত্রের নিরঙ্কুশ প্রভাব উপন্যাসে পড়ে না। উপন্যাসের নিয়ন্তা যেন কৃষ্ণকান্ত রায়ের বারবার উইল পরিবর্তন করার বিষয়টি। কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তন যেন বিধী-লিপির মত উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাগ্যও পরিবর্তন করেছে।

প্রথমবার উইল পরিবর্তনে হরলাল প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফলে কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্তন। হরলালের এক আনা হল। হরলাল বিধবা-বিবাহে ভয় দেখালে কৃষ্ণকান্ত তৃতীয় বার উইল পরিবর্তন করে। এই উইলে যে সিদ্ধান্ত হল হরলালের ভাগে শূন্য এবং তার শিশুপুত্র পাবে আধ পাই।

তৃতীয়বার উইল পরিবর্তনের পর উপন্যাসে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হল। ব্রহ্মানন্দ কে হরলাল টাকার লোভ দেখিয়ে জাল উইল এর পরিবর্তে আসল উইল চুরি করবার প্রলোভন দেখায়। এরই সঙ্গে যোগ দেয় রোহিনী কে বিধবা-বিবাহের লোভ দেখিয়ে উইল চুরি করতে অনুপ্রাণিত করে। দেখা যায় অর্থলুব্ধ হরলাল কার্যসিদ্ধির জন্য রোহিনীর সুপ্ত কামনা-বাসনা-কে জাগ্রত করে তোলে।

Scanned by CamScanner

□ গল্পের আবর্তে রোহিনী এবং গোবিন্দলালের প্রণয় সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তারপর-ই দেখতে পাওয়া যায় গোবিন্দলালের আত্মিক সংকট, পাওয়া না পাওয়ার যন্ত্রণা, ভালো লাগা না ভালো লাগার ~~আত্মিক~~ বিভীষিকার রূপ। অন্যদিকে গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের যে দাম্পত্য সংকট তা চরম ভাবে ফুটে উঠেছে। গোবিন্দলালের প্রতি তার প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা কোথাও যেন তলিয়ে যেতে যেতে শেষ হয়ে গেছে। ভ্রমর বলে উঠেছে— "এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই।"

□ গোবিন্দলালের এই পতনের কথা কৃষ্ণকান্তের কানে ওঠে। তাঁর মৃত্যুকালে আবার উইল পরিবর্তন হয়। এখানে গোবিন্দলালের পুরো অর্থ ভ্রমরের নামে লেখা হয়। এর মধ্য দিয়েই যেন গোবিন্দলালের মধ্যে সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভ্রমর উইল পরিবর্তন করে স্বামীর নামে লিখে দিলেও গোবিন্দলাল স্ত্রীর দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

□ এই পরিবর্তিত উইলগুলি প্রত্যেকটি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও অদৃশ্য আবহাওয়া এই দুই-ই দেখা গেছে। ভ্রমর দিন গুনছে মৃত্যু প্রহরের জন্য আর গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে মজে গেছে কামলালসায়। এই ভাবেই উপন্যাসের সমস্ত আখ্যান উইল-ই বিবর্তিত ও প্রভাবিত হয়েছে, তাই উপন্যাসখানির নাম অনেকাংশে বিষয়ভিত্তিক আবার ব্যঞ্জনাধর্মীও বটে। আর এখানেই এই উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা লাভ করে।

Scanned by CamScanner

Q.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিতর চরিত্রটি বর্ণনা কর।

⇒ "ভালোবেসো সখি নিভৃত যতনে
আমার নামটি লেখ তোমার মনের মন্দিরে।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই ভালোবাসার এক নতুন সুর শোনালেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ। বাংলার কথাসাহিত্যে ভালোবাসার যে বীজ বপন করেছিলেন তার-ই ফলশ্রুতি হিসেবে অমিত চরিত্রটির সৃষ্টি। আর এই ভালোবাসার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল পাঠক সমাজ। রোমান্টিক প্রেম সৌন্দর্যে ঔপন্যাসিক অমিত চরিত্রের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে এক ভিন্ন জগতে পৌঁছে দেয়।

□ অমিত রায় ব্যারিস্টার এবং তার বাবা ও ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার। আসলে অমিতর বাবা ব্যারিস্টারী করে যে টাকা জমিয়েছেন তাতে অমিতর তিন পুরুষ অতি অনায়াসে যাবে। আসলে অমিতর বাবা চেয়েছিলেন অমিতর মনে অক্সফোর্ডের রঙ পাকা করতে, যাতে দেশে এসে ও যেন ধোয়া যায়। আসলে অমিত রায় ছিলেন অন্য পাঁচ জনের থেকে আলাদা। যেমন আমরা পেয়ে থাকি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে গোবিন্দর চরিত্র; এছাড়া 'কবি' উপন্যাসে নিতাই এর চরিত্র – এরা সকলেই ছিলেন শান্ত মিষ্ট স্বভাবের। কিন্তু অমিত চরিত্রটি একেবারে সকলের চঞ্চল। অমিত ছিল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির এবং অন্য রকমের। অমিতর আচার-আচরণ বেশভূষা প্রত্যেকারে

□ অমিতর মনটা ছিল এমন এক ধরনের চকমকি যেন ঠুন করে একটু ঠুকলেই যেন স্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে। অমিত একদিকে যেমন ইতি-আঙুরাখি পরত, তেমনি আবার অন্যদিকে মখমলের চাদর মুড়ে থাকত। আসল ব্যাপারটা হল অমিত ছিল এলিট শ্রেণির মানুষ। তাই তার বেশ-ভূষা, আচার-আচরণে কোনো ঘাটতি থাকত না। অমিতর দুই বোন ছিল— সিসি এবং লিসি। অমিতর এরকমের উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখে তার বোনেরা বলে —

"অমিত তুমি বিয়ে করো না কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে অমিত বলে—

"আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়ে যার পরিচয়,
জগতে যে অদ্বিতীয়।"

□ অমিত চেয়েছিল যে, সে যেন অন্যদের থেকে একটু আলাদা ভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। তাই সে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যায়। যেখানে গিয়ে অমিতর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। পাহাড়ে এসে গাড়ির সংঘর্ষে অমিতর জীবনপ্রণালী সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। গাড়ির মধ্যে থাকা মেয়েটিকে দেখে যেন অমিতর বুক দুলে-কেঁপে উঠেছিল। প্রথম দেখাতেই যেন অমিতর হৃদয়ে এক অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল। লাবণ্যকে দেখে যেন তার হৃদয়ের মধ্যে এক হৃদয়বীণা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তাই সে বলে ওঠে —

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

Scanned by CamScanner

মিলঃ পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে তার রোমান্টিক মন যেন উল্লাসে মেতে পড়ে। অমিতর প্রাণের কাছে তাই জন ডন এর আবৃত্তি করে লাবণ্য —

"For Gods sake hold your tongue
and let me love."

□ লাবণ্যের হৃদয়ও যেন প্রেমের বেড়াজালে আচ্ছাদিত হয়ে উঠেছে। তারপর দুজনের মধ্যে জোরকদমে কথোপকথন হতে থাকে এবং অমিত আদর করে লাবণ্যের নাম দেয়- 'বন্যা' — "তোমাকে ডাকব বন্যা! কী বল।" — লাবণ্যও যেন ছাড়বার পাত্রী নয়। প্রেমের বেড়াজালে আচ্ছাদিত করে অমিতর নাম দেয় -'মিতা'। দুজনের রোমান্টিক প্রেমের মেলবন্ধনীতে প্রতি মুহূর্তে যেন কবিতার আসর পায় — অমিতর মধ্যে, তাই বলে ওঠে —

"তুমিয়া যেও তুমি —
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ।"

লাবণ্য ইতিহাসের ছাত্রী হলে সাহিত্যে তার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। তাই লাবণ্য নানা ছলে তার অন্তরকে প্রকাশিত করেছে —

"মিতা: ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।"

□ লাবণ্য ছিল শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবের। কিন্তু লাবণ্য ক্রমশ লক্ষ করে যে, বাস্তবের জগতে অমিত-কে নিয়ে সংসার করা সহজ নয়। কেননা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির এবং চঞ্চল।

Scanned by CamScanner

তাই লাবণ্য অমিতর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে চাই! যে কথা লাবণ্য অমিত কে জানাই। ইতিমধ্যে অমিতর জীবনে কেতকী মিত্রের আবির্ভাব ঘটে। শেষপর্যন্ত উপন্যাসে দেখা যায় শোভনলালের সাথে লাবণ্যর বিয়ে হয় এবং অমিত কেতকী মিত্রকে বিয়ে করে।

"হে ঐশ্বর্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু বিদায়।"

□ উপন্যাসে অমিত চরিত্রটি নিম্নে বর্ণিত হল :-

(i) নায়ক চরিত্র : শেষের কবিতা উপন্যাসের নায়ক হল অমিত। তাই গোটা উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে অমিত কে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গুলিতে দেখা যায় - দ্বৈত নায়কের অবস্থান। — 'চোখের বালি' তে মহেন্দ্র-বিহারী, 'গোরা' তে - গোরা-বিনয়, 'ঘরে-বাইরে' - নিখিলেশ-সন্দীপ' — এরূপ জোড়া নায়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' তে ও প্রধান নায়ক - অমিত এবং উপ নায়ক - শোভনলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ii) কেন্দ্রীয় চরিত্র : অমিত কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে-ই এত উজ্জ্বল। অমিত-কে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র গুলি কম-বেশি আবর্তিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

মেয়েদেরকে খুব সহজেই আকর্ষিত করে তুলতে পারত অমিত। তাই তিনি উপন্যাসের মধ্যমণি।

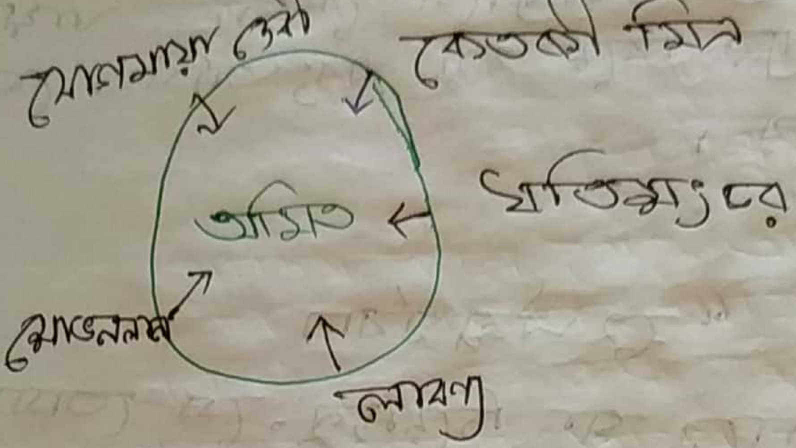


উপসংহার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলির স্পর্শে অমিত চরিত্রটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক প্রেমের বন্ধনে অমিত চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। দেহপ্রেম নয় দেহাতীত প্রেমের সৌন্দর্য-ই মানুষকে সুন্দর করে তোলে।

"রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবেনা খেদ
যদি বলে যাও বন্ধু, আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আ
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Scanned by CamScanner

শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Q: Que. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কীভাবে অভিনব হয়ে উঠেছে — কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখাও।

OR

"শেষের কবিতা" সমন্বয় সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণ শক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি রাখতে পারে।" — সমালোচকের এই মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত বিচার কর।

OR

'শেষের কবিতার শিল্পের সৌন্দর্যে অনন্য' — উপন্যাসটির কাহিনী বিশ্লেষণ করে তার শিল্প সৌন্দর্যের অভিনবত্ব গুলি বিশ্লেষণ কর।

⇒ "পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই যুগল অমিত এবং লাবণ্যের প্রেম কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস শেষের কবিতা (১৯২৯)। রবীন্দ্রনাথ তখন তার জীবন পর্যায়ের একেবারে প্রান্তবেলায়। কিন্তু কবির প্রতিভা তখনও সমান সূর্যকিরণে উজ্জ্বল। আর সেই প্রতিভার অনন্য বিচ্ছুরণ আমরা দেখলাম শেষের কবিতাতে। সেদিনকার বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে 'শেষের কবিতার' আবির্ভাব চমকে দিল সবাইকে। আর সেই চমকের পেছনে রয়েছে এক অতুলনীয় শিল্পশৈলী।

■ শেষের কবিতা উপন্যাসটি বিভিন্ন দিক থেকে কীভাবে অভিনবত্ব ও শিল্প সৌন্দর্য লাভ করেছে তা নিম্নে বর্ণিত হল:

Scanned by CamScanner

① আঙ্গিকগত দিক থেকে অভিনবত্ব :

'শেষের কবিতা' লিরিক রোমান্সধর্মী উপন্যাস। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের ভাষাকে বিভিন্ন রকম লিরিক বা ছন্দে ভরপুর করে তুলেছেন। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা – অমিত এবং লাবণ্য। তাদের হৃদয়কে কবিতার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী ফুটে ওঠে যেখানে। শিলং পাহাড়ে লাবণ্যকে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে অমিত। লাবণ্যের ও যেন অমিতকে দেখে হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। অমিতর হৃদয় তখন প্রকাশ পায় কবিতার বিভিন্ন রকম ছন্দে –

"ভুমিষ্যা যেও তুমি
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ।"

লাবণ্য ইতিহাসের ছাত্রী হলেও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তাই তিনি হৃদয়কে কবিতাতেই প্রকাশ করেন –

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং;
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্‌ ॥"

সারা উপন্যাসে বাংলা কবিতাংশ, ইংরেজি কবিতাংশ, সংস্কৃত কবিতাংশ ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রথাগত উপন্যাস থেকে 'শেষের কবিতা' ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস – কাব্যধর্মী উপন্যাস।

② প্রেম দর্শনের প্রকাশ : 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এক প্রেমতত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেহাতীত প্রেমের রূপকার। তার বিভিন্ন সাহিত্য ও সঙ্গীতে এই দেহাতীত শিল্প সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

Scanned by CamScanner

শেষের কবিতাতেও অমিত এবং লাবণ্যের রোমান্টিক প্রেমের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক প্রেমকে বিবাহের পর দৈনন্দিন বাস্তবের অভিঘাতে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই রোমান্টিক প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বিচ্ছেদকেই বেছে নিতে হয়। যেমন বেছে নিয়েছেন অমিত এবং লাবণ্য। অমিত বিবাহ করে কেতকী মিত্রকে এবং লাবণ্য বিয়ে করেন শোভনলালকে। অমিতর একটি সংলাপে প্রেমতত্ত্বের আভাসে প্রকাশিত হয়। —

"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন আমার-ই ঘড়ায় তোলা জল যা আমি নিত্য দিন ব্যবহার করব এবং লাবণ্য হল আমার দিঘির জল, সে জল ঘরে আনিবার নয়, ~~যাতে~~ আমার ~~প্রতিদিন~~ মন সাঁতার দেবে।"

বিচ্ছেদের প্রেম শেষ হয়ে যায় না। তাই যে মতবাদায় উচ্চারিত হয়ে ওঠে —

"তোমার-ই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

③ <u>চরিত্র সৃজনে অভিনবত্ব</u>: 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। অমিত এবং লাবণ্য- এই চরিত্র দুটি তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চশিক্ষিত আধুনিক বাঙালীর জীবন শৈলীটি ধরা পড়েছে অমিত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। লাবণ্যর মধ্যেও আমরা দেখি এক আধুনিক নারীর সন্ধানে।

তাই তিনি নিজের জীবনকে মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। যে নারী একজনকে ভালোবেসে অন্য জনকে বিবাহ করতে পারেন। প্রথম প্রেমের সৌন্দর্যকে অম্লান করে রাখতে পারেন —

"হে ঐশ্বর্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু বিদায়।"

④ <u>ভাষার কারুকার্য</u>: শেষের কবিতা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে ভাষার কারুকার্যের দ্বারা। বাংলা উপন্যাসের ভাষাকে এক অনন্য মাত্রা দান করেছেন তিনি। ক্রিয়াপদের ভার কমিয়ে এক নতুন ভাষা এনে দিলেন নবীনদের হাতে। তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ভাষা সৃষ্টি করে আধুনিক যুগের সাহিত্য চেতনাকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন তিনি। জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে বাংলা কথা সাহিত্যের যথার্থ রূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তিনি।

---

Scanned by CamScanner

Q. 'কবি' উপন্যাসে 'ঠাকুরঝি' চরিত্রটির পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের গুরুত্ব বিচার কর।

অথবা

"এ মেয়েটিকেও কবির' কবি যে ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার শিল্পীর উপযুক্ত বাংলার পল্লী যুবতীর চিত্র হিসাবে এ চিত্র অনবদ্য।"- এ আলোচনার যাথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

⇒ "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক
মেঘলা দিনে দেখেছিলেন মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই কালো মেয়েটি হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসের ঠাকুরঝি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির কাহিনী বেঁধেছেন নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনী নিয়ে। আর সেই নিতাই কবিয়াল-কে ভালোবাসে ঠাকুরঝি নামক চরিত্রটি। আর ঠাকুরঝি হয়ে ওঠে এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নায়িকা।

□ "সুরের রেজে যায় রিনিরিনি / আমার মন কত চিনিমিনি।"- নিতাই কবিয়ালের কবিগানে মুগ্ধ ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির বয়স বেশি নয়- পনেরো-ষোলো। অভহাসের পাশের গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে। নিতাই কবিয়ালের বন্ধু রাজনের শ্যালিকা ঠাকুরঝি।

রাজনের চোখে ঠাকুরঝি-র কোনো সৌন্দর্য না থাকলেও কিন্তু নিতাই কবিয়ালের চোখে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেননা কবিয়ালের ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি-কে ভালোলাগে। ঠাকুরঝির উজ্জ্বল শ্রী যেন ঠাকুরঝি-কে মুগ্ধ করে তোলে। এবং ঔপন্যাসিক ঠাকুরঝির চরিত্রটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছেন।-

"মেয়েটির রঙ কালো চোখ কিন্তু উজ্জ্বল
দেহভঙ্গিতে জুঁই চাপা অবয়ব সরল
ডাঁটার মত পুষ্ট অপরূপ শ্রী।"

□ ঠাকুরঝি প্রতিদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে দুধের পসরা মাথায় নিয়ে অতরাগে দুধ বিক্রি করতে যায়। নিতাই প্রতিদিন তার কাছ থেকে দুধ নেই এক পোয়া করে। ঠাকুরঝির প্রেমে নিতাই কবিয়ালের জীবনকে মুকুলিত করে তুলেছিল। তাই হঠাৎ-ই কিন্তু কবিয়াল বলে ফেললেন – 'আমি কিন্তু ভালোবাসি ঠাকুরঝি।' এবং নিতাই কবিয়ালের বাঁধা গান ঠাকুরঝি-কে গুনগুন করে শুনিয়ে দেয়।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।" – তখন ঠাকুরঝির মন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। – আর এই লজ্জার অপর নাম হচ্ছে – 'ভালোবাসা'। ঠাকুরঝি এখন কবিয়ালের ভালোবাসার পাত্রী হয়ে ওঠে। তাই ঠাকুরঝির জীবনও নিতাই ছাড়া অন্ধকার। নিতাই কবিয়াল ঠাকুরঝিকে একখানা কেমিকেলের হার উপহার দিলে সেটা ঠাকুরঝির কাছে যেন সোনার চেয়েও অধিক মূল্যবান হয়ে ওঠে। ঠাকুরঝির অন্তর যেন তারস্বরে বলিয়া উঠিল–

Scanned by CamScanner

"এ সোনার চেয়েও অনেক দামী। হরুয়ালির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্ত দিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থ গাছের নূতন কচি পাতার মত।"

তবুও যে ভালোবাসার কথা তাদের মুখে আনা যায় না। কেননা ঠাকুরঝি ছিল অন্যের স্ত্রী। নিতাই কবিয়াল ঠাকুরঝির কাছ থেকে একটু বিরত থাকার চেষ্টা করে। নিতাই পয়সার অভাবে তার কাছে দুধ না নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু ঠাকুরঝি যদি নিতাই-কে দুধ দিতে না পারে, তাহলে তার দুধের পসরা মাথায় বওয়ায় বৃথা। ঠাকুরঝি কবিয়ালের কাছে টাকা চাই না। কিন্তু ঠাকুরঝি-কে দুধের হিসাব দিতে হবে। এজন্যে শ্বাশুড়ির তিরস্কার ও ননদের গঞ্জনা সহ্য করেও সে কবিয়াল-কে দুধ দেবে-

"ওগো একটি গায় আমার নিজের আছে,
আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি
সে গায়ের দুধ আমি তোমায় দেব।"

"লুকোনো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত
আঁধার হৃদয় তলে মানিকের মত জ্বলে
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত।"

কিন্তু নিতাই নিজের হৃদয়কে বুঝাবার চেষ্টা করে এবং সে ভাবে যে ঠাকুরঝি অন্য জনের স্ত্রী তাই কবিয়াল নিজেকে সামলে চলার চেষ্টা করেছে।

Scanned by CamScanner

এবং ঠাকুরঝি যখন বুঝতে পারে যে কবিয়াল তাকে ভালোবাসে না তখন ঠাকুরঝির মনোবিচলন শুরু হয়ে যায়। এবং শেষপর্যন্ত ঠাকুরঝির মৃত্যু হয়।

ঠাকুরঝি চরিত্রটি কীভাবে উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হল-

(ক) কাহিনীতে গুরুত্ব: উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে ঠাকুরঝির গুরুত্ব অপরিসীম। 'কবি' উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে- নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনী নিয়ে। আর সেই কবিয়ালের প্রথমাংশে রয়েছে- ঠাকুরঝি এবং দ্বিতীয়াংশে বসন্ত চরিত্রটি ত্রিভুজ প্রেমের গড়ন দিয়েছে।

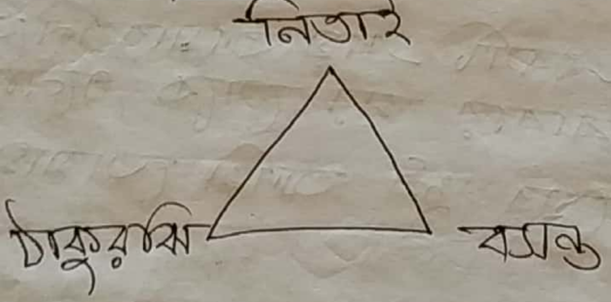


(খ) পল্লীরমনীর সৌন্দর্য: পল্লীরমনীর চিত্র হিসাবে ঠাকুরঝির চরিত্রটি সৌন্দর্যলাভ করেছে। পল্লী বাংলার মাটির গন্ধ তাকে অন্য রূপ দিয়েছে। সেজন্যই মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন — "এই মেয়েটিকে কবির কবি যে তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও অতখানি শিল্পীর উপযুক্ত বাংলার পল্লী যুবতীর চিত্র হিসাবে এ চিত্র অনবদ্য।"

Scanned by CamScanner

(গ) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংকট: মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে-ই চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঠাকুরঝির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সঞ্চারিত হয়েছে। একদিকে যেমন ঠাকুরঝি- এর ভালোবাসা তেমনি অন্যদিকে আবার সমাজ সংস্কার ঠাকুরঝিকে কুরে কুরে খেয়েছে এবং ঠাকুরঝির মধ্যে মনোবিকলনের সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলির আঁচড়ে পাঠক সমাজের মন ভরিয়ে দেয় এবং পল্লী বাংলার মেয়ের সরলতা, প্রাণ চঞ্চলতা আর মাটির সৌরভ তাকে দিয়েছে সৌন্দর্য তবে অশ্রু জলেই তার ভালোবাসার কথা লেখা হয়ে থাকে।

Scanned by CamScanner

আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে? আঞ্চলিক উপন্যাসের সাথে কবি উপন্যাসের সার্থকতা বিচার কর।

⇒ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আসলে আঞ্চলিক উপন্যাসটি প্রথমে স্বতন্ত্র পায় এক নির্দিষ্ট ভূ-অঞ্চলের কাহিনী প্রকাশে। যেমন- হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়; অদ্বৈত মল্লবর্মনের- 'তিতাস একটি নদীর নাম'। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে একটি ভূ-অঞ্চলের বা তিতাস নদী কেন্দ্রিক গ্রাম্য জীবনের কথায় এখানে ব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে বীরভূমের রাঢ় অঞ্চল। 'কবি' উপন্যাসটি বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলের মানুষজন, সেখানকার লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের কবিগান এবং ঝুমুর গানের সংস্কৃতিটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। নিতাই কবিয়াল, বসন্ত, ঠাকুরঝি, মহাদেব কবিয়াল প্রমুখ চরিত্র গুলিকে সামনে রেখেই রাঢ় অঞ্চলের জীবন সংস্কৃতি, ঝুমুর গান সংস্কৃতি প্রভৃতি ঘটনাবলী উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে।

☐ আঞ্চলিক উপন্যাস কী বা কাকে বলে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

প্রথমত-: এই ধরনের উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন পেয়ে থাকি। যেমন- রাস্তাঘাট, পুকুর, জলাশয়, নদী; ঘাট, বিশেষ জনপদ, রুক্ষ মাটি, শস্য শ্যামল মাঠ, অরণ্য সবকিছু।

দ্বিতীয়ত: যে চরিত্র গুলি এখানে স্থান পায়, সেই চরিত্র গুলি উক্ত পরিবেশ থেকে রস ও পুষ্টি আহরণ করে এমন ভাবে বেড়ে ওঠে যে অন্যত্র আর ঐ পরিবেশ করা যায় না। যদি করা হয় তাহলে তার অস্তিত্ব নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে যায়।

তৃতীয়ত: এই বিশেষ অঞ্চলের লোক ধাঁধা, ছড়াগান, পাঁচালি, সংস্কার উৎসব, ব্রত মেলা, পূজাপার্বণ প্রভৃতি এখানে অনায়াসে স্থান পেয়ে যায়। ফলে উপন্যাস গুলি সজীব এবং প্রাণবন্ত হয়েছে।

☐ কবি উপন্যাসের মধ্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থকতা:

1. কবিগান সংস্কৃতির উন্মাদনায় প্রতিফলিত হয়ে যায়।
2. ঝুমুর গান সংস্কৃতির জনপ্রিয়তায় প্রতিফলিত হয়ে যায়।

☐ কবিগান সম্পর্কে রাঢ় অঞ্চলের মানুষ কেমন যেন দিশেহারার মত আচরণ করে। যেখানেই কবিগান হয় সেইখানেই মানুষ দলে-দলে মেলা দেখতে ভিড় জমায়। কবিয়ালরাও তাদের রুচিসম্মত এবং দর্শকদের মন মাতানো গান পরিবেশন করে থাকে। একদিন নোটন দাস কবি-গানের আসরে উপস্থিত না হওয়ায় নিতাই কবিয়াল-কে মহাদেবের প্রতিপক্ষ কবিয়াল হিসেবে কবিগানের আসরে নামানো হয়। মহাদেব কবিয়াল নিতাই এর জাত-বংশ প্রভৃতি সম্পর্কে দ্বিধা বোধ করেন নি। নিতাই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কুরুচিকর মন্তব্য করেন মহাদেব। যেমন —

08760103773 UTBIOMLC64 DOB-SSP2019

"সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল ,
ডোম কাতারি ফেলে গিয়ে কবি করতে আইল ।
ও ব্যাটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, মাতাবাবু তাঁহাকে
মাতামহ ডাকাত বেটার - দ্বীপান্তরে মরে ॥

- - - - - - - - - - - - - - -

ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই ॥"

□ - এখানে আমরা বারবার দেখতে পাই মহাদেব কবিয়াল, নিতাই কে ডোমের ছেলে বলে অপমান করে চলেছে। কবিয়ালরা যেহেতু নেশাদ্রব্য পান করে সেহেতু তাদের কথা-বার্তায়, চাল-চলনে কেমন যেন একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব লক্ষ করা যায়। তাদের গান গুলি কেমন যেন অশ্লীল ভাষাভাষি হয়ে ওঠে। তাদের গানে একটু রুচি শীতলতার অভাব দেখা যায়। তবুও দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসে কবিগান শুনতে। কেননা মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে চায়। কবিয়ালদের গানে ভেসে আসতে শোনা যায় অশ্লীল কথাবার্তা —

"এই খেদ আমার মনে
ভালোবেসে মিটিল না আশ-কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে ?
— এ ভুবনে ?"

□ কবিয়াল ছাড়া আমরা এই উপন্যাসে ঝুমুর দলের নর্তক- নর্তকীদের জীবন-যাপন পেয়ে থাকি। ঝুমুর দলের নর্তকীদের জীবন-যাপন বাইরে থেকে সাজানো গোছানো থাকলেও ভিতরের জীবনটা তাদের ভীষণ কষ্টের।

নাচনাদের ভাগ্যের এরা ধন্দের-দের মুখে কথা বলে। ঝুমুর দলের অন্যতম নর্তকী - বসন্তও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন - "বসন্ত বলেছে বাবুদের ঘোষের ছেলে নয়ানের সঙ্গে।" - দেহ ব্যবসা করে এরা যে টাকা উপার্জন করে তার পুরো অংশটা তারা পায় না ... মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনেও পৌঁড়া-কে ভাগ দিতে হয়। তাদের এই বেশ্যাবৃত্তির কারণে কালরোগে ভুগে বসন্তের মৃত্যু হয়েছে। আর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঝুমুর দলের নর্তকীদের যন্ত্রণাময় দিকটি উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে।

□ আসলে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে ঠাকুরঝির চরিত্রটিকেও তুলে ধরতে পারি। ঠাকুরঝি ছিল গ্রাম্য মহিলা। সে প্রতিদিন দুধের কলস মাথায় করে দুধ বিক্রি করতে যেত। আঞ্চলিক উপন্যাসের যে যে গুণ থাকা দরকার সেগুলি ঠাকুরঝির মধ্যে দেখতে পাই।

উপসংহার : তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলির স্পর্শে 'কবি' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন ঝুমুর দলের সংস্কৃতি, ঠাকুরঝির দুধের কলস মাথায় বওয়া প্রভৃতি ঘটনা গুলি আঞ্চলিক সমাজের জাত উজ্জ্বল দীপ্তি মাধ্যমে প্রতিফলিত করে ~~ইহা~~ তুলেছেন এবং উপন্যাসের সার্থকতা লাভ করেছেন।